তারিখ ... 05 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ৭

আমাদের সময়

মো. শাহজাহান

নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা পেতে যাচ্ছে পাঠ্যপুস্তকের ইলেকট্রনিক সংস্করণ

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করছে কাগজে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক। রাষ্ট্রীয়ভাবে উন্নয়নকৃত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রতিটি শ্রেণির (প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত) শিক্ষার্থীদের জন্য বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়। প্রয়োজনীয় সম্পাদনা ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে থাকে। এরপর রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে দেশের সব জেলা ও উপজেলায় পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানো এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রতিবছর ১ জানুয়ারি জাতীয়ভাবে উৎসবের আয়োজন করে স্কুল ও মাদরাসার শিক্ষার্থীদের (প্রথম থেকে নবম-দশম শ্রেণি) হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া হয়। বছরের শুরুতে নতুন পাঠ্যপুস্তক হাতে পেয়ে শিক্ষার্থীদের আনন্দের সীমা থাকে না। যে পাঠ্যপুস্তককে ঘিরে দেশব্যাপী উৎসবের আমেজ বিরাজ করে তা থেকে বিশ্বগ্রামে (Global Village) বসবাসকারী নতুন প্রজন্মের প্রত্যাশা কী? আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক এবং দক্ষ মানবসম্পদরূপে নিজেদের গড়ে তোলার আবশ্যিক যোগ্যতাসমূহ (Competencies) অর্জনে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা কাগজে মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তকের কিরূপ সংস্করণ প্রত্যাশা করে? এর জবাবে বলা যায়, এ প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা–

শুনে শেখার চেয়ে দেখে ও করে শেখার প্রতি (Learning by doing) বেশি আগ্রহী। তাদের এরূপ প্রত্যাশা পূরণে পাঠ্যপুস্তকে ঘটনাকেন্দ্রিক ছবি বা চিত্র বাস্তব ঘটনার (কেস স্টাডি) বিবরণ ছাড়াও এসবের লাইভ (Live) দৃশ্য, ভিডিও ক্লিপের সংযোগ ঘটার স্বপ্ন দেখে।

তাদের পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, ধারণা ঐতিহাসিক স্থান ও ঘটনার বিবরণ সংবলিত লিংক পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে পেতে চায়। তাদের কৌতূহল মেটানোর উপায় উপকরণের সংযোগ ঘটানোর স্বপ্ন দেখে অর্থাৎ Further Learning-এর দ্বার উন্মুক্ত পেতে চায়।

প্রমিত উচ্চারণে বাংলা, ইংরেজি, আরবি প্রভৃতি ভাষায় কথা বলতে বা বাচনিক তৎপরতা অর্জন করতে, অন্যের সঙ্গে কার্যকরভাবে যোগাযোগের সক্ষমতা অর্জন করতে চায়। এরূপ দক্ষতা অর্জনে এখন একমাত্র ভরসা শিক্ষকের মুখে উচ্চারিত শব্দ-বাক্য শুনে শেখা। এর সঙ্গে বাংলা, ইংরেজি, আরবি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের গদ্য ও কবিতাংশের অডিও টেক্সটের সংযোগ শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে পেতে চায়। তাতে শিক্ষকের অবর্তমানে শিক্ষার্থীরা অডিও শুনে শুনে রেওয়াজ বা অনুশীলন করে ভাষা শিক্ষার বাচনিক দক্ষতা অর্জন করতে (Self Learning) সমর্থ হবে। একই সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের কোনো একটি অংশের ওপর শিক্ষার্থী নিজে কণ্ঠ দিয়ে অডিও প্রস্তুত করে অন্যকে কিংবা শিক্ষককে শোনাতে পারবে। নিজে নিজে শেখার সঙ্গে সঙ্গে শিখন অগ্রগতির মূল্যায়ন করা (Self Assessment) সম্ভব হবে।

পাঠ্যপুস্তকের কোনো ঘটনা বা ধারণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট টেক্সটের সঙ্গে অ্যানিমেশন যুক্ত হলে টেক্সটের কলেবর বৃদ্ধি না করেও পাঠ্যপুস্তকের ঘটনা বা ধারণা শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা যায়। বিশেষ করে কোনো ভাষায় শব্দ গঠন, বাক্য বিন্যাস, বাক্যাংশের পরিচিতি অর্থাৎ ব্যাকরণ শেখানোর অংশে অ্যানিমেশন যুক্ত করা খুবই কার্যকর একটি পন্থা।

পাঠ্যপুস্তকের অনুশীলনী অংশের কোনো প্রশ্নের উত্তর লিখে তা অনলাইনে শিক্ষকের কাছে প্রেরণ করা কিংবা প্রিন্ট করে শিক্ষককে হার্ড কপি দেখানোর সুবিধা (Note Pad) পাঠ্যপুস্তকে যুক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্বপূর্ণ শব্দাবলির সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দাবলি, এসব শব্দের ভিন্নার্থে ব্যবহার জানতে ও বুঝতে ডিকশনারির সংযোগ পেতে চায়।

এছাড়া প্যানেল শিক্ষকদের কাছ থেকে সমাধান, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিউটোরিয়াল, ভিডিও টিউটোরিয়ালের সুবিধা পাঠ্যপুস্তকে সংযুক্ত করার স্বপ্ন বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা দেখে থাকে। তাদের এতসব সাধ মেটানো বা স্বপ্ন পূরণের উপায় হচ্ছে প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের ইলেকট্রনিক ভার্সন বা সংস্করণ উন্নয়ন। এ ধরনের সংস্করণের নামকরণ করা হয়েছে ইন্টারঅ্যাকটিভ ডিজিটাল টেকস্টবুক (IDT)। মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এটার নামকরণ করা হয়েছে ইন্টারঅ্যাকটিভ ডিজিটাল মাদরাসা টেকস্টবুক (IDMT)।

এ অভিযাত্রায় আরেক ধাপ অগ্রগতি হচ্ছে– স্কুল ও মাদ্রাসার প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের ইন্টারঅ্যাকটিভ ডিজিটাল ভার্সন উন্নয়ন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সাধারণ শিক্ষাধারার ৬ষ্ঠ শ্রেণির ১৬টি বিষয়ের প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের ইন্টারঅ্যাকটিভ ডিজিটাল ভার্সন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে

স্কুল ও মাদরাসায় প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের এ ধরনের সংস্করণ উন্নয়নের আশা জাগানো অনেক ঘটনা জাতীয় পরিমণ্ডলে নির্দিষ্ট করে বললে, দেশের তিনটি শিক্ষা ধারায় ইতোমধ্যে ঘটেছে। ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে এনসিটিবির ডায়নামিক ওয়েবসাইটে (www.nctb.gov.bd) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব পাঠ্যপুস্তকের পিডিএফ ভার্সন আপলোড করা হয়েছে। এসব পাঠ্যপুস্তকের যৌক্তিক মূল্যায়ন শেষে পরিশোধিত সংস্করণ ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের সব পাঠ্যপুস্তক ই-বুকে রূপান্তর করা হয়েছে। শ্রেণিতে পাঠদানে শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের নির্দিষ্ট পাঠ (Lesson) অনলাইনে গিয়ে সরাসরি প্রদর্শন করতে কিংবা অনলাইন থেকে ডাউনলোড করে মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে শ্রেণিতে প্রদর্শন করে কার্যকরভাবে পাঠদান করার সুবিধা উন্মুক্ত করা হয়েছে। সারা দেশের সরকারি ও বেসরকারি মিলে ২৩,৩০১টি স্কুল এং ৫,৫০০টি মাদরাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে। অনেক স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় বিনামূল্যে ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্ক্রিন, মডেম সরবরাহ করা হয়েছে। অনলাইন এবং অফলাইন সুবিধা নিয়ে এসব সরঞ্জাম ব্যবহার, শ্রেণির কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ও মিথস্ক্রিয়াভিত্তিক (Inter-active) পাঠদান, সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে শ্রেণির কাজের কার্যভিত্তিক (Activity Based) পরিকল্পনা প্রণয়নে স্কুল ও মাদরাসার শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহীত এবং বাস্তবায়িত হচ্ছে। ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরিতে শিক্ষকদের প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলার পাশাপাশি দক্ষ শিক্ষকদের তৈরিকৃত ডিজিটাল কনটেন্ট অনলাইনে প্রদর্শন ও সংস্করণের জন্য শিক্ষক বাতায়ন নামে ওয়েবসাইট (www.sikkhok.batayon.com) খোলা হয়েছে। যে কেউ ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করে এ সাইটে সংযুক্ত হতে পারে। আবার কোনো শিক্ষক নিজে ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরিতে অপারগ হলে ওয়েবসাইটে সংরক্ষিত অন্য কোনো শিক্ষকের তৈরিকৃত ডিজিটাল কন্টেন্ট অনলাইন থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে শ্রেণির কার্যক্রমে ব্যবহার করতে পারেন।

শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণে সরকারিভাবে ইতোমধ্যে দেশের ১২৫ উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং অ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (UITRCE) সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। অচিরেই দেশের সব উপজেলায় এ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পৌঁছানোর অভিযাত্রায় এতসব কর্মযজ্ঞ সম্পাদিত হচ্ছে। এ অভিযাত্রায় আরেক ধাপ অগ্রগতি হচ্ছে– স্কুল ও মাদ্রাসার প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের ইন্টারঅ্যাকটিভ ডিজিটাল ভার্সন উন্নয়ন। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সাধারণ শিক্ষাধারার ৬ষ্ঠ শ্রেণির ১৬টি বিষয়ের প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের ইন্টারঅ্যাকটিভ ডিজিটাল ভার্সন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, মাদরাসা শিক্ষার ৬ষ্ঠ শ্রেণির ইসলামি ও আরবি বিষয়ের ৪টি পাঠ্যপুস্তকের ইন্টারঅ্যাকটিভ ডিজিটাল মাদরাসা টেকস্টবুক (IDMT) উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সেসিপ প্রকল্পের অর্থায়নে মাদরাসা বোর্ড বহিঃস্থ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মাধ্যমে IDMT উন্নয়ন করছে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডও ২১টি পাঠ্যপুস্তকের আইডিটি উন্নয়নের কাজ হাতে নিয়েছে। এসব বোর্ডের গৃহীত কার্যক্রমের ফসল হিসেবে খুব শিগগিরই বোর্ডগুলোর ওয়েবসাইটে স্ব-স্ব ধারার আইডিটি আপলোড করা হবে। এ ক্ষেত্রে কতগুলো বিষয় সতর্কতা অবলম্বনের দাবি রাখে। প্রথমত, IDT বা IDMT নামক প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের যে অ্যাপস বা ইলেকট্রনিক ভার্সন তৈরি হচ্ছে সেটা মাল্টি প্লাটফর্ম সাপোর্টিভ হতে হবে। অর্থাৎ ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, ট্যাব, আইফোন, স্মার্টফোন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোবাইল ফোনে ব্যবহার উপযোগী হতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠা নং ঠিক রেখে স্ক্রিনে প্রদর্শনের উপযোগী PDF ভার্সন উন্নয়ন করার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ডিভাইস ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে ই-পাব (e-pub) প্রযুক্তির ব্যবহার করা যেতে পারে। তৃতীয়ত, দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এটি ব্যবহারের উপযোগী ভৌতকাঠামো গড়ে ওঠেনি, কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ নেই, আবার বিদ্যুৎ থাকলেও নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ পাওয়া কঠিন। চতুর্থত, অনেক স্কুল ও মাদরাসায় এ প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

এমতাবস্থায় শিক্ষার্থীদের নাগালে প্রাপ্ত ইলেকট্রনিক ডিভাইস কিংবা বিদ্যমান প্রযুক্তি সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে তাদের সামর্থ (Access) বিবেচনা করে প্রথমে যতটা সম্ভব অপ্রয়োজনীয় হাইপারলিঙ্ক, ছবি, ভিডিও পরিহার করে অতি আবশ্যিক বিষয়াদি হাইপারলিংক আকারে সংযোজন করে IDT ও IDMT উন্নয়ন করা যেতে পারে। এ আইডিটির কলেবর যতটা সম্ভব ছোট রাখা যেতে পারে। তাতে ক্ষুদ্র ডিভাইস ব্যবহারকারীরা সহজে নিজের প্লাটফর্মে আইডিটি ইনস্টল করে ব্যবহার করতে পারবে। পরীক্ষার প্রশ্ন আইটেম উন্নয়নে এ মুহূর্তে IDT বা IDMT-তে সংযুক্ত বিষয়াদি সংযুক্ত না করাটাই মঙ্গলজনক হবে। শুরুতে কোনোরূপ ঝুঁকিতে না গিয়ে এবং প্রামাণ্য দলিলপত্রের সমর্থন ছাড়া কোনো তথ্য, উপাত্ত যুক্ত না করার নীতি কড়াকড়িভাবে অনুসরণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটি শিক্ষাক্ষেত্রের ওই যুগান্তকারী ঘটনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে।

লেখক : কন্ট্রোলার অব পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড; সাবেক বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড।
mdshaheen62@yahoo.com